একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১ই-২১/২০০০(অংশ-৬)(ক)-২৩৯৬ জে, তারিখঃ ২৪ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৭ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত ৮২৪/২০২১ নং রীট পিটিশন মামলায় মাননীয় বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহোদয়ের দ্বৈত বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত 'অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগে বারিতকরণ' সংক্রান্ত নির্দেশনামূলক রায়ের কপি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ৮২৪/২০২১ নং রীট পিটিশন মামলায় মাননীয় বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মহোদয়ের দ্বৈত বেঞ্চ গত ১৬.০৩.২০২১ খ্রিস্টাব্দের রায়ে **'অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগে বারিতকরণ'** সংক্রান্তে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেনঃ

" ... যথাযথ আইন বা বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত অত্র রায়ের নির্দেশনা ও অভিমতের আলোকে অভিযোগের অনুসন্ধান কিংবা মামলার তদন্ত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট তদন্ত সংস্থা/ কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেশ ত্যাগের বিষয়ে যথাযথ আদেশ প্রদানে সম্পূর্ন এখতিয়ারবান হবে।

অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থা/ কর্তৃপক্ষ যথাযথ প্রতিনিধির মাধ্যমে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আবেদন জানালে আদালত সন্তুষ্টি সাপেক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যার মেয়াদ ৬০ দিনের অধিক হবে না বারিত আদেশ কিংবা স্বীয় বিবেচনায় ন্যায় সংগত অন্য কোন আদেশ প্রদান করতে পারবে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পক্ষ ঐ আদেশ বাতিল বা প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন জানাতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং কাগজাদি, যদি দাখিল করা হয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করতে পারবে। বারিত আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট তদন্ত সংস্থা/ কর্তৃপক্ষ পুনরায় সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করতে পারবে এবং আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি কাগজাদি দাখিল করে তা বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ আদেশ প্রদান করবে।"

২। উক্ত নির্দেশনা সংবলিত ৮২৪/২০২১ নং রীট পিটিশন মামলার রায়ের কপি অত্র কোর্টের ওয়েবসাইটে রয়েছে।

স্বাঃ/-
(মোঃ গোলাম রব্বানী)
রেজিস্ট্রার জেনারেল (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
ফোনঃ ৯৫৬২৭৮৫
ই-মেইলঃ rg@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১ই-২১/২০০০(অংশ-৬)(ক)-২৩৯৬ জে, তারিখঃ ২৪ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ০৭ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,--(সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, ---(সকল)।
৪। সিনিয়র বিশেষ জজ, ---(সকল)।
৫। বিশেষ জজ (জেলা জজ), বিশেষ জজ আদালত, --(সকল)।
৬। সিনিয়র মহানগর বিশেষ জজ, -- (সকল)।
৭। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ---(সকল)।

F./Sanjaydutt/Misc file/letter

৮। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, --(সকল)।
৯। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,---(সকল)।
১০। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--------- ---(সকল)।
১১। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, --(সকল)।
১২। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১৩। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,----- --(সকল)।
১৪। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১৫। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল,----------------------------------- (সকল)।
১৬। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, -- (সকল)।
১৭। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
১৮। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
১৯। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২০। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ------------------------------------ (সকল)।
২১। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,--(সকল)।
২২। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,---(সকল)।
২৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি--(সকল)।

(অধীনস্ত বিচারকগণ-কে অবগত করানোর অনুরোধসহ)

২৪। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (রিসার্চ ইউনিট), হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২৫। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২৬। মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২৭। রেজিস্ট্রার জেনারেলের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
২৮। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২৯। অফিস কপি।

06.08.2023

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার)(ভারঃ)
ফোনঃ ৯৫৬১৯৩২ (অফিস)

উপস্থিত:
বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

রীট পিটিশন মামলা নং-৮২৪/২০২১

মোঃ আতাউর রহমান ওরফে আতাউর রহমান

-------আবেদনকারী।

বনাম

বাংলাদেশ সরকার গং

-------রেসপন্ডেন্টগণ।

জনাব মোঃ মুন্সি মনিরুজ্জামান, অ্যাডভোকেট সংঙ্গে
জনাব মোঃ আদনান সরকার, অ্যাডভোকেট

-----আবেদনকারীর পক্ষে।

জনাব এ. এম. আমিন উদ্দিন, অ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব মোঃ সারওয়ার হোসেন বাপ্পী, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল

------রেসপন্ডেন্ট নং-১ পক্ষে।

জনাব এ. কে. এম. ফজলুল হক, অ্যাডভোকেট

------রেসপন্ডেন্ট নং-২ (দুদক) পক্ষে।

শুনানী তারিখ ঃ ১৮/০২/২০২১, ২৫/০২/২০২১, ০৩/০৩/২০২১ইং এবং রায় প্রদানের তারিখ ঃ ১৬/০৩/২০২১ইং

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২-এর বিধান অনুসারে আবেদনকারী কর্তৃক আনীত আবেদনের প্রেক্ষিতে বর্তমান রুল নিশিটি নিম্ন লিখিত শর্তে ইস্যু করা হয়:

> "Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the order under Nothi No.00.01.0000.501.01.113.19-31084 /1(3) dated 20.12.2020 passed by the respondent No.3 (Annexure-H) asking the respondent NO.5 to impose embargo upon the petitioner to leave Bangladesh should not be declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect and/or pass such

other or further order or orders as to this court may seem fit and proper."

রীট আবেদনপত্রে বর্ণনা করা হয় যে, আবেদনকারী জন্মসূত্রে বাংলাদেশের একজন নাগরিক এবং পরবর্তীতে সুইডেনের নাগরিকত্ব লাভ করেছেন, পাসপোর্ট নাম্বার-৯২৩৯৮৬০২। আবেদনকারী বাংলাদেশ এবং সুইডেনে সংশ্লিষ্ট দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন; এবং বাংলাদেশ ও সুইডেনে নিয়মিত আয়কর বিবরনী দাখিল এবং আয়কর পরিশোধ করে আসছেন। এছাড়াও সুইডেনে আবেদনকারীর স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে যা থেকে তিনি নিয়মিত ভাড়া প্রাপ্ত হন। রেসপনডেন্ট- দুর্নীতি দমন কমিশন (পরবর্তীতে শুধুমাত্র **কমিশন** হিসেবে উল্লেখ করা হবে) বিগত ২৪/০৮/২০২০ইং তারিখে এক নোটিশের মাধ্যমে, সংযুক্তি-ই, আবেদনকারীকে তার সম্পত্তির হিসাব দাখিলের নির্দেশ দেন। কমিশনের উক্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে আবেদনকারী ২২/১০/২০২০ইং তারিখে কমিশনের নিকট তার সম্পদ বিবরনী দাখিল করেন, সংযুক্তি-এফ। ২১/১২/২০২০ইং তারিখ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে আবেদনকারী জ্ঞাত হন যে, তিনি যেন দেশ ত্যাগ করতে না পারেন- এই মর্মে কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে (রেসপনডেন্ট-৫) অনুরোধ জানিয়েছেন, সংযুক্তি-জি। আবেদনকারী-কে উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে কোন চিঠি বা নোটিশ প্রদান করা হয়নি; তবে, পরবর্তীতে আবেদনকারী উক্ত চিঠির একটি কপি সংগ্রহ করেছেন, সংযুক্তি-এইচ। আবেদনকারীর পরিবার বর্তমানে সুইডেনে বসবাস করে এবং তিনি নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ-সুইডেন আসা-যাওয়া করেন। আবেদনকারীর কন্যা সুইডেনের একটি স্কুলে লেখা-পড়া করে এবং তার শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তার সুইডেনে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল, সংযুক্তি-আই। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কমিশন অদ্যাবধি কোন মামলা রুজু করে নাই। কমিশনের এহেন পদক্ষেপ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬-এর পরিপন্থী। এমতাবস্থায়, আবেদনকারী অত্র রীটটি দাখিল করতে বাধ্য হয়েছেন।

রেসপনডেন্ট-কমিশন অত্র রুলে প্রতিদন্দ্বিতা করলেও আবেদনকারীর বক্তব্য খন্ডনে কোন হলফনামা (এফিডেভিট-ইন্-অপজিশন) দাখিল করেনি।

রীট আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব কাজী মুনিরুজ্জামান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬ উল্লেখ করে আদালতের কাছে নিবেদন করেন যে, যেহেতু অদ্যাবধি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোন নিয়মিত মামলা রুজু হয়নি এবং সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক তার বিরুদ্ধে কোন গ্রেফতারী পরওয়ানা ইস্যু করা হয়নি সুতরাং কমিশন কর্তৃক তার বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ সংবিধান ও আইনের পরিপন্থী এবং আবেদনকারীর চলাফেরার স্বাধীনতার উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ।

অপরদিকে রেসপনডেন্ট-কমিশন পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এ.কে.এম. ফজলুল হক নিবেদন করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ ও বিধি-২০০৭ অনুযায়ী অনুসন্ধান কিংবা তদন্ত

পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষমতা কমিশনের রয়েছে। সুতরাং কমিশন সন্তুষ্ট হলে সন্দেহভাজন ব্যক্তি যাতে আইনের আওতার বাহিরে চলে যেতে না পারে সেজন্য কমিশন দেশ ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে এবং অত্র আবেদনকারীর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়ে কমিশন আইনগত কোন ভুল করেনি। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, অনুসন্ধান পর্যায়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা বিভিন্ন অজুহাতে দেশ ত্যাগ করে চলে গেছেন ও যাচ্ছেন; পরবর্তীতে নিয়মিত মামলা রুজু হওয়ার পর তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি বা হচ্ছে না। তিনি রুলটি খারিজের আবেদন করেন।

আদালতের অনুসন্ধানে কমিশনের বিজ্ঞ আইনজীবী কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে নিয়মিত মামলা রুজু হওয়ার পূর্বে দেশ ত্যাগে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা যাবে এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোন আইন বা বিধি আদালতে উপস্থাপন করতে পারেননি।

আদালতের কাছে মুখ্য আইনগত বিষয় এই যে- 'সুনির্দিষ্ট কোন আইন বা বিধি ছাড়া একজন নাগরিককে শুধু মাত্র সন্দেহভাজন হওয়ার কারনে কিংবা কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে দেশ ত্যাগের বারিত করা সংবিধান ও আইন সংগত কি না?'

উপরোক্ত প্রশ্নে আদালত কর্তৃক বিজ্ঞ অ্যাটর্নী জেনারেল জনাব এ.এম আমিন উদ্দীনের মতামত গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের অনুসন্ধান পর্যায়ে সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগে বারিত করা বিষয়ে তিনিও আদালতের সামনে সুনির্দিষ্ট কোন আইন বা বিধি উপস্থাপন করতে পারেননি। তবে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন যে, কমিশন যেহেতু একটি স্বাধীন সংস্থা সেহেতু এ বিষয়ে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ, রীট পিটিশন ও তদ্‌সংযুক্তিসমূহ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা-২০০৭ পর্যালোচনা করা হলো।

উত্থাপিত আইনগত বিষয়টি নিষ্পত্তির স্বার্থে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৬ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যা নিম্নরূপ:

> "<u>জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে</u> বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"
> (গুরুত্ব প্রদানে রেখা দেয়া হয়েছে)

উল্লেখ করা সংগত হবে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা-২০০৭ (পরবর্তীতে শুধু বিধিমালা হিসেবে উল্লেখ করা হবে) এর বিধি-১৮ কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে, যদি

কমিশনের নিকট যুক্তিসংগত ভাবে প্রমানিত হয় যে, কোন ব্যক্তি আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংগঠন করেছেন তা হলে কমিশন উক্ত ব্যক্তির অপরাধলব্ধ বা ক্ষেত্রমত, জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসংজ্ঞতিপূর্ন সম্পত্তি, উক্ত ব্যক্তির নিজ নামে বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে বা দখলে থাকুক না কেন, অবরুদ্ধকরণ বা ক্ষেত্রমত ক্রোকের আদেশ প্রাপ্তির জন্য এখতিয়ার সম্পন্ন সিনিয়র স্পেশাল আদালত বা এখতিয়ার সম্পন্ন বিচার স্পেশাল জজ আদালতে আবেদন করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। কমিশন এ ধরনের আবেদন সংশ্লিষ্ট আদালতে করলে সে বিষয়ে যথাযথ আদেশ প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের অর্থ্যাৎ সিনিয়র স্পেশাল জজ বা স্পেশাল জজ আদালতের। মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে প্রায় অনুরুপ বিধান রয়েছে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশেন অফ হিউম্যান রাইটস) এর অনুচ্ছেদ-১৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে,

1. Everyone has the rights to freedom of movement and residence within the borders of its states.

2. Everyone has the rights to leave any country, including his own, and to return to his country.

আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩৬ এ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার (ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশেন অফ হিউম্যান রাইটস) অনুচ্ছেদ-১৩ এর প্রতিফলন ঘটেছে। ব্যক্তির চলাফেরার স্বাধীনতা যা তার জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত তাতে হস্তক্ষেপ করা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। কোন নাগরিকের চলাফেরা তথা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করতে হলে সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুনির্দিষ্ট কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই জানাতে হবে, যাতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তার বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পান। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬ পর্যালোচনায় **'জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ'** শব্দসমূহ গুরুত্বপূর্ন ও প্রণিধানযোগ্য। উপরোক্ত বিধান অনুসারে কোন নাগরিকের চলাফেরার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ বা বারিত করতে হলে তা হতে হবে প্রথমত: জনস্বার্থে এবং দ্বিতীয়ত: সুনির্দিষ্ট আইনের দ্বারা। এ ধরনের গৃহীত পদক্ষেপ শুধুমাত্র জনস্বার্থে হলেই চলবে না- তা হতে হবে সুনির্দিষ্ট আইনের দ্বারা; আবার শুধু আইনের দ্বারা হলেও চলবে না- হতে হবে জনস্বার্থে। কোন ব্যক্তির চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ বা বারিত করতে হলে উপরোক্ত দু'টি শর্তই পূরণ অপরিহার্য; দুই শর্তের একটি পূরণ হলে অপরটি না হলে তা আইন সংগত হবে না।

আপীল বিভাগে এইচ.এম. এরশাদ বনাম বাংলাদেশ মামলায় [৭ বিএলসি, (এডি), পৃষ্ঠা-৬৭] মাননীয় বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে,

"True it is that the Universal Human Rights norms, whether given in the Universal Declaration or in the Covenants, are not directly enforceable in national courts. But if their provisions are incorporated into the domestic law, they are enforceable in national courts. The local laws, both constitutional and statutory, are not always in consonance with the norms contained in the international human rights instruments. The national courts should not, I feel, straightway ignore the international obligations, which a country undertakes. If the domestic laws are not clear enough or there is nothing therin the national courts should draw upon the principles incorporated in the international instrumets. But in the cases where the domestic laws are clear and inconsistent with the international obligations of the state concerned, the national courts will be obliged to respect the national laws, but shall draw the attention of the law makers to such inconsistencies.

In the instant case the universal norms of freedom respecting rights of leaving the country and returning have been recognised in Article 36 of our constitution. Therefore there is full application of Article 13 of the Universal

Declaration of Human Rights to the facts of this case."

আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার বনাম আল্লামা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী ও অন্যান্য মামলায় [১৬ বিএলসি, (এডি), পৃষ্ঠা-৫১] পর্যবেক্ষণ দিয়েছে যে,

> " If the Government wants to stop the petitioner from leaving the country then it must start a specific criminal case against him and get a custodial order by a court of law under the laws of the land. If the Government is allowed to restrict a person from going abroad at its discretion simply because he is going to make propaganda agianst Government policy or because he may be required to stand trial at a future date, then Article 36 will become nugatory. This Court being the Guardian of the Constitution cannot condone such practice."

আপীল বিভাগ রাষ্ট্র বনাম এম এম রহমতুল্লাহ মামলায় [২ বি এল সি (এডি), পৃষ্ঠা-১৫৭] অভিমত দিয়েছে যে, দরখাস্তকারী বিদেশ গেলে আর দেশে ফিরবে না- শুধুমাত্র এই আশংকা বা উদ্বেগ থেকে বিদেশ যেতে বারিত করা আইন সংগত নয়; বারিত করতে হলে যুক্তিসংগত কারণ ও ভিত্তি দেখাতে হবে।

উপরোক্ত মামলাসমূহ যদিও বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু মামলাসমূহে সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৩৬-এর আলোকে নাগরিকের চলাফেরার স্বাধীনতার উপর সংবিধানের অবস্থান ও আইনী নীতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য মামলায় (২৫ বিএলটি, পৃষ্ঠা-১৯৫) হাইকোর্ট বিভাগ অভিমত দিয়েছে যে,

> "Therefore such restriction or embargo is illegal and unconstitutional if any request is made from any other authorities preventing a citizen going abroad without assigning any reason that would be violation of fundamental rights guaranteed by the constitution. For restricting a person from going abroad there must be specific allegation for which an order from a competent court is required but without any such restriction embargo upon the traveling of the petitoner will be an abuse of the process of law. The petitoner is the citizen of this country, is entitled to leave, re-enter Bangladesh without any hindrance or disturbance and without any valid reason impossition of such restrictions is a violation of fundamental rights guaranteed under the constitution."

অতি সম্প্রতি হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ আরিফ হোসেন বনাম বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য মামলায় (২৫ বিএলসি, পৃষ্ঠা-৩৩৭), যা বর্তমান মামলার ঘটনা ও ইস্যুর অনুরূপ, অভিমত দিয়েছে যে,

> "In this particular case we find that no case has yet been initiated against the

petitioner, even First Information Report (FIR) has not been lodged against the petitioner and the allegation as alleged by the ACC is still under inquiry. We are of the view that before lodging any FIR the ACC has the right to ask the petitioner to appear before them for the purpose of proper inquiry, but it must be done when the person is available. For the purpose of mere inquiry a fundamental right as guaranteed by Article 36 of the Constitution cannot be curtailed by the ACC or any authority. Thus, we are of the view that the petitioner should be allowed to enjoy his fundamental right as guaranteed under Article 36 of our Constitution. The petitioner should be allowed to go abroad for his necessary treatment and other purposes."

উপরোক্ত মামলাসমূহে প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক ও আইনি ব্যাখ্যা- নীতি হতে এটা সুস্পষ্ট যে, সরকার কিংবা রাষ্ট্রের অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা শুধুমাত্র 'সৌখিন' বা 'খেয়ালি ইচ্ছার' বশবর্তী হয়ে দেশের কোন নাগরিকের চলাফেরার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে বা নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না। একজন নাগরিকের চলাফেরার স্বাধীনতা ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত, যা শাশ্বত। এ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে হলে আইন নির্ধারিত নিয়মে বা পদ্ধতিতে করতে হবে; অর্থাৎ কোন নাগরিকের চলাফেরার মৌলিক অধিকার নিয়ন্ত্রণ বা বারিত করতে হলে তা করতে হবে আইন বা বিধি অনুসারে, জনস্বার্থে। যার বিরুদ্ধে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তার অধিকার রয়েছে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের কারণসমূহ জানার। 'আইনানুগ বিচার (natural justice)' -এর মূল কথাই হলো কারো

বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের পূর্বে তাকে অবশ্যই আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে (no one should be condemned unheard)।

আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, নাগরিকের চলাফেরার সাংবিধানিক অধিকার কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের খেয়াল খুশি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ বা বারিত করা অসাংবিধানিক।

এটা বাস্তবতা যে, দুর্নীতি কিংবা মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলাসমূহ অনুসন্ধান বা তদন্ত কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, যদিও বা সংশ্লিষ্ট বিধিতে অনুসন্ধান বা তদন্তের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া আছে। আমাদের বিচারিক অভিজ্ঞতা বলে যে, কমিশন কিংবা অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম আইন বা বিধিতে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারে না। এটাও বাস্তবতা যে, অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত অনেকে বিভিন্ন অজুহাতে দেশ ত্যাগ করছে এবং পরবর্তীতে তাদের আর আইন-আদালতের সম্মুখীন করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সকল বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে দুর্নীতি বা মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলায় কিংবা অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রেও অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগে বারিত বা তার চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন বা বিধি প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, যা সময়ের চাহিদাও বটে। সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধির অনুপস্থিতিতে কোন তদন্ত সংস্থার দাপ্তরিক আদেশ দিয়ে এ ধরনের পদক্ষেপ বা কার্যধারা গ্রহণ সংবিধান পরিপন্থী।

আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগে বারিত করার প্রয়োজন হলে এ সংক্রান্তে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধি প্রণয়ন এখন সময়ের বাস্তবতা; এবং ঐ আইন বা বিধিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পাশাপাশি দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশ ত্যাগে বারিত করার কারণ জানানো, গৃহীত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির বক্তব্য/আপত্তি প্রদানের সুযোগ রাখতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারো উপর এ ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ সংবিধান ও মানবতাবিরোধী পদক্ষেপ, তাই এর সময়সীমা নির্দিষ্ট করাও ন্যায় সংগত হবে।

আমরা ইতোমধ্যে বিধিমালার বিধি ১৮ আলোচনা করেছি, যেখানে অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে অপরাধলব্ধ বা অবৈধ সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করার বিধান আছে। যদি অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে অপরাধলব্ধ বা অবৈধ সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করার বিধান থাকে সে ক্ষেত্রে একই যুক্তিতে অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেশ ত্যাগে বারিত করার সুনির্দিষ্ট বিধি বা আইন প্রণয়নে দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে আদালতের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অভিমত এই যে, দুর্নীতি দমন কমিশন সহ বিভিন্ন তদন্ত সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচিত হবে যে, অনুসন্ধান বা তদন্ত

পর্যায়ে যে কোন অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগে বারিত করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আইন বা বিধি প্রনয়ন করা; এবং যতক্ষন পর্যন্ত এই ধরনের আইন বা বিধি প্রণয়ন করা না হবে ততক্ষন পর্যন্ত অন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতের নিকট এ ধরনের বারিত আদেশ প্রার্থনা করা এবং আদলতের অনুমতি গ্রহণ করা।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, সুনির্দিষ্ট আইনের অনুপস্থিতি অন্তর্বতী ব্যবস্থা হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগ শুন্যতা পূরনে নির্দেশিকা (guidelines) প্রদান করতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ এবং নিম্ন আদালত/ট্রাইবুন্যালসমূহ অনুসরণে বাধ্য- সংবিধানের অনুচ্ছেদ **১১১** অনুযায়ী।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট **বিশাকা এবং অন্য বনাম ষ্টেট অফ রাজস্থান** মামলায় (১৯৯৭, এসসিসি-৬, পৃষ্ঠা-২৪১) সুনির্দিষ্ট আইনের অনুপস্থিতিতে কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি 'যৌন হয়রানী'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ ক্রমে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী প্রতিরোধকল্পে কতিপয় নির্দেশনা ও নিয়ম (Guidelines and Norms) পালনের আদেশ প্রদান করে। ঐ রায়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট সকল কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য রায়ে প্রদত্ত নীতিমালা ও নিয়ম (Guidelines and Norms) যথাযথভাবে পালনের নির্দেশনা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী সংক্রান্ত যথাযথ আইন (sustainable legislation) প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সকলের উপর ঐ নীতিমালা ও নিয়মসমূহ বাধ্যকর ও কার্যকর (binding and enforceable) হবে মর্মে আদেশ দেন।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি বনাম বাংলাদেশ সরকার মামলায়, ১৪ বিএলসি, পৃষ্ঠা ৬৯৪-এ হাইকোর্ট বিভাগ, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত মামলার রায় বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আইন না থাকায় কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী প্রতিরোধে **"যৌন হয়রানী'র"** সংজ্ঞা নির্ধারন এবং কতিপয় নীতিমালা-নির্দেশনা প্রদান করে।

উক্ত রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যেঃ

> "these directives are aimed at filling up the legislative vacuum in the nature of law declared by the High Court Division under the mandate and within the meaning of Article 111 of the Constitution."

উপরোক্ত নজীরসমূহের আলোকে আমাদের দ্বিধাহীন এবং নিঃসংকোচ অভিমত এই যে, যথাযথ আইন বা বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত অত্র রায়ের নির্দেশনা ও অভিমতের আলোকে অভিযোগের অনুসন্ধান কিংবা মামলার তদন্ত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট তদন্ত সংস্থা/কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এখতিয়ার

সম্পন্ন আদালত সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেশ ত্যাগের বিষয়ে যথাযথ আদেশ প্রদানে সম্পূর্ন এখতিয়ারবান হবে।

অনুসন্ধান বা তদন্ত পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থা/কর্তৃপক্ষ যথাযথ প্রতিনিধির মাধ্যমে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আবেদন জানালে আদালত সন্তুষ্টি সাপেক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যার মেয়াদ ৬০ দিনের অধিক হবে না বারিত আদেশ কিংবা স্বীয় বিবেচনায় ন্যায় সংগত অন্য কোন আদেশ প্রদান করতে পারবে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পক্ষ ঐ আদেশ বাতিল বা প্রত্যাহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন জানাতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবন এবং কাগজাদি, যদি দাখিল করা হয় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করতে পারবে। বারিত আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট তদন্ত সংস্থা/কর্তৃপক্ষ পুনরায় সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করতে পারবে এবং আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি কাগজাদি দাখিল করে তা বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ আদেশ প্রদান করবে।

বর্তমান রীট আবেদনকারী জন্মসূত্রে একজন বাংলাদেশের নাগরিক এবং পরবর্তীতে সুইডেনে নাগরিকত্ব লাভ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ও সুইডেনে তার ব্যবসা চলমান এবং তার পরিবার বর্তমানে সুইডেনে অবস্থান করছে এবং তিনি বাংলাদেশ-সুইডেন নিয়মিত যাওয়া-আসা করেন। এ তথ্যসমূহ রেসপনডেন্ট-দুদক কর্তৃক অস্বীকৃত নয়।

আবেদনকারীর বর্তমান অবস্থা (status), উল্লিখিত আলোচনা এবং সংবিধান ও আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতির আলোকে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করতে কোন দ্বিধা নেই যে, কমিশন কর্তৃক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দেশ ত্যাগে গৃহীত ব্যবস্থা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হয়েছে এবং এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই।

আমাদের বিবেচনায় বর্তমান রুলটিতে সারবত্তা (merit) আছে।

অতএব, রুলটি চূড়ান্ত (Absolute) করা হলো।

তর্কিত আদেশ, সংযুক্তি-এইচ যার দ্বারা কমিশন ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, রেসপনডেন্ট নং-৫ কে আবেদনকারী যাতে দেশ ত্যাগে করতে না পারে সে মর্মে ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানিয়েছিল- তা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হয়েছে এবং এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই মর্মে ঘোষিত হলো।

তবে, আবেদনকারী বিদেশ যেতে চাইলে তিনি কোন্ দেশে যাবেন, সেখানে অবস্থানকালীন ঠিকানা, মোবাইল ফোন ও ই-মেইল নাম্বার কমিশন-কে লিখিতভাবে জানাতে হবে। কমিশন প্রয়োজন মনে করলে অনুসন্ধানের স্বার্থে ই-মেইল ও মোবাইল ফোনে বার্তা দিয়ে যুক্তিসংগত সময় দিয়ে আসামীকে

অনুসন্ধান বা তদন্তের স্বার্থে কমিশনের সম্মুখে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অবশ্যই কমিশনের সামনে উপস্থিত হতে হবে।

খরচের বিষয়ে কোন আদেশ প্রদান করা হলো না।

রায়ের কপি অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হোক- ১। চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, ২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ৩। সিনিয়র সচিব, জনসেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ৪। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ৫। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৬। সচিব, লেজিসলেটিভ বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ৭। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট (রায়ের কপি সকল জেলা ও দায়রা জজ, মেট্রোপলিটন দায়রা জজ, সিনিয়র স্পেশাল জজ, মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ, বিভাগীয় স্পেশাল জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটসহ সকল ট্রাইব্যুনালসমূহে প্রেরণ করবেন)।

বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানঃ

আমি একমত

I.Sarwar/B.O